শামসুর রাহমানের পঠিত কবিতা অবলম্বনে তার কবি প্রকৃতির সরূপ আলোচনা কর। ***RBU MA Bengali 4th semester***

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ শামসুর রাহমান মূলত একজন নাগরিক এবং ঐতিহ্য সচেতন জীবনবাদী কবি। তাঁর কবি প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো-ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা ও রোমান্টিক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে তা সমষ্টিগত স্বাধিকার আন্দোলন, সামাজিক অবক্ষয় এবং তীব্র প্রতিবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বহুমুখী কবি প্রকৃতির বিবর্তনটি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে।

১. ব্যক্তিক আত্মমগ্নতা ও রোমান্টিক সংবেদনশীলতা:- কবির প্রথম জীবনের কবি প্রকৃতি ছিল মূলত আত্মকেন্দ্রিক ও রোমান্টিক। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থে কবিকে জীবনানন্দের ধারায় অন্তর্মুখী রূপেই বেশি দেখা যায়।

A.G 9051777686

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৯৬০)। এই পর্বের কবিতাগুলিতে মূলত কবির ব্যক্তিক আত্মমগ্নতা, তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ, অস্তিত্বের সংকট এবং রোমান্টিক বিষণ্ণতা প্রকাশ পেয়েছ।

"এখানে মরার খুলি ধুলোয় গড়ায় / চারদিকে,
খেলার ঘুঁটির মতো অসহায়, / ভবিষ্যৎহীন।
মাঝে-মাঝে কৃষ্ণকায় বিকট পাখির
লৌহচঞ্চু মাংস ছিঁড়ে নিতে আসে- / আমি তাকে পারি না ফেরাতে।

এখানে নাগরিক জীবনের কোলাহলের আড়ালে থাকা গভীর নিঃসঙ্গতা, প্রেমহীনতার হাহাকার এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় কাতর এক তরুণ মনকে আমরা খুঁজে পাই। আত্মআবিষ্কারের এই আকুলতাই তাঁর প্রারম্ভিক কবি স্বভাব।

২. সামাজিক বাস্তবতাবোধ ও মানবিক আর্তি:- শামসুর রাহমান কেবল কল্পলোকের কবি নন, তিনি কঠিন মাটির পৃথিবীর ক্ষুধার্ত রূপকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আমি অনাহারী' কবিতায় তাঁর কবি প্রকৃতি এক তীব্র মানবিক রূপ ধারণ করে। এখানে 'অনাহার' কেবল ভাতের ক্ষুধা নয়, তা হলো নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্তের আত্মিক ও সামাজিক বঞ্চনার প্রতীক। মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ভালোবাসার জন্য কবির এই হাহাকার তাঁর গভীর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

A.G 9051777686

৩. আসন্ন সংকটের পূর্বাভাস ও রাজনৈতিক সচেতনতা:- কবির প্রকৃতি সমকাল ও রাজনীতির হাত ধরে বিবর্তিত হয়েছে। 'গৃহযুদ্ধের আগে' কবিতায় কবি সমাজের ভেতরে চলতে থাকা তীব্র দ্বন্দ্ব ও ভাঙনকে তুলে ধরেছেন। দেশ ও সমাজের আসন্ন এক ভয়াবহ বিপর্যয়কে কবি আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন।

"চতুর্দিকে এখন হিংস্রতার কালো মেঘ,
মানুষ মেতেছে আজ ভ্রাতৃঘাতী মারণ-
খেলায়।"

এই দূরদর্শিতা এবং সমকালের সংকটকে কাব্যে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা প্রমাণ করে যে তিনি যুগের স্পন্দন বুঝতে পারতেন।

৪. বিপন্নতা ও অবক্ষয়ের করুণ রূপায়ণ:- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্বৈরাচারী পরিবেশ কবিকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'ধ্বংসের কিনারে বসে' কাব্যে তাঁর কবি প্রকৃতি অত্যন্ত বিপন্ন ও বিষণ্ণ। চারপাশের নৈতিক অবক্ষয়, হানাহানি এবং মূল্যবোধের পতন দেখে কবি নিজেকে যেন এক চরম ধ্বংসস্তূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সমকালের প্রতি এক ধরণের গভীর ক্ষোভ ও হতাশা এই পর্বের কবি প্রকৃতির মূল সুর।

৫. নন্দনতত্ত্ব ও সুন্দরের আবাহন:- এত ধ্বংস, হতাশা ও রাজনৈতিক গ্লানির পরও শামসুর রাহমানের কবি প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত জীবনবিমুখ বা নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠেনি। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা' কাব্যে তাঁর সেই চিরন্তন সুন্দরের পূজারী রূপটি আবার ফিরে আসে। কোকিলের গান কিংবা স্বর্ণচাঁপার সুবাসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কবি আসলে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ, প্রেম ও চিরন্তন প্রকৃতিকে ফিরে পেতে চেয়েছেন। সব অন্ধকার পেরিয়ে আলোর দিকে যাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মূল স্বভাব।

শামসুর রাহমানের কবি প্রকৃতি কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে থাকেনি। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'-র ব্যক্তিক রোমান্টিকতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে শুরু করে 'আমি অনাহারী' ও 'গৃহযুদ্ধের আগে'-র মধ্য দিয়ে তা সমাজ ও রাজনীতির উত্তাল সমুদ্রে মিশেছে। আবার 'ধ্বংসের কিনারে বসে' জীবনকে সংশয়ের চোখে দেখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি 'এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা'-র মাধ্যমে সুন্দরের ও জীবনের জয়গান গেয়েছেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের পঠিত কবিতাগুলিয়া অবলম্বনে কবির কাব্য ভাবনা উল্লেখ কর। **RBU MA**

Bengali 4th semester

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাব্যভাবনা একাধারে গভীর মননশীলতা, শান্তিনিকেতনি ঐতিহ্য, গ্রামীণ সারল্য এবং পাশ্চাত্য বিশ্বচেতনার এক অপূর্ব রসায়ন। তাঁর কাব্যসমগ্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি জীবনকে কেবল বাইরের রূপ দিয়ে দেখেননি, বরং অন্তরের গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বজনীন মানবতার আলোয় তাকে বিচার করেছেন। কবির বহুমুখী কাব্যভাবনা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. গ্রামীণ সারল্য বনাম শহুরে কৃত্রিমতা:- কবির শৈশব কেটেছে সাঁওতাল পরগনার রিথিয়ায়। তাই মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। 'বুধুয়ার পাখি' কবিতায় কবি শহুরে বাবুদের অহংকার ও বৈভবের অন্তঃসারশূন্যতাকে গ্রামীণ সহজ-সরল ও অকৃত্রিম জীবনযাত্রার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

"এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর / ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম / উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে / বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।"

উদ্ধৃতিটিতে শহুরে বাবুদের কৃত্রিম ও দেনাগ্রস্ত জীবনের চেয়ে গ্রামীণ কুঁড়েঘরের সহজ, অনাড়ম্বর জীবনকে অনেক বেশি শ্রেয় মনে করা হয়েছে।

শহুরে বাবুদের বিলাসবহুল বাড়ি আজ দেনার দায়ে বা অবহেলায় শ্যাওলা-ধরা ও নির্জন, সেখানে কোনো পাখিও বসতে চায় না। এর বিপরীতে সাঁওতাল বালক বুধুয়া দেখে তাদের নিকোনো নরম উঠোনে নির্ভয়ে দল বেঁধে নীল পাখি এসে ধান খায়।

২. ঐতিহ্য, শিল্প ও সুপ্ত চেতনার মেলবন্ধন:- অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিবিড় উপাসক। 'একটি ঘুমের টেরাকোটা' কবিতায় কবির শিল্পচেতনা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির শিল্প প্রাচীন বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবি এখানে মাটির গভীর ও সুপ্ত শিল্পরূপকে মানুষের অবচেতন মনের বা এক প্রশান্ত ঘুমের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৩. সময় ও আত্মানুসন্ধানের আরতি:- 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবির ভাবনায় এসেছে এক গভীর আত্মিক রূপান্তর এবং সময়ের অন্তিম লগ্ন। সন্ধ্যা কেবল দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সময় নয়, এটি মানুষের অন্তর্মুখী হওয়ার ঋতু। কবি এই কবিতায় প্রকৃতির একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরলেও, তার অন্তরালে বেজে উঠেছে এক গভীর 'সন্ধ্যা রাগ' বা আত্মানুসন্ধানের সুর। জাগতিক লাভ-ক্ষতি বা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে মানুষের সত্যকে যে বেঁধে রাখা যায় না-তা কবির দার্শনিক উপলব্ধিতে প্রকাশ পায়।

৪. সমকালীন সমাজ ও গণমাধ্যমের নির্লিপ্ততা:- অলোকরঞ্জন কেবল রোমান্টিক বা আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন না; সমাজ ও সমকালের নানা অসঙ্গতি তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করত। 'সাংবাদিকী' কবিতায় কবি আধুনিক যুগের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের যান্ত্রিক এবং সংবেদনহীন রূপটিকে তুলে ধরেছেন। যেখানে চারপাশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা মানবিক বিপর্যয়কে কেবল 'খবর' বা চটকদার শিরোনাম হিসেবে পরিবেশন করা হয়, সেখানে প্রকৃত সহমর্মিতার অভাব ঘটে।

৫. অপেক্ষা ও অস্তিত্বের সংকট :- মানুষের জীবনের চিরন্তন অপেক্ষা ও সংশয়কে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'এখনো নামেনি' কবিতায়। মুক্তির আলো বা জীবনের কাঙ্ক্ষিত শান্তি যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও মানবজীবনে নেমে আসে না, তখন মানুষের মনে যে অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়, তারই এক রূপক প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। কবির কাব্যভাবনা এখানে একধরনের আধ্যাত্মিক বা সামাজিক খরাকে নির্দেশ করে, যা কাটিয়ে ওঠার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে।

৬. বিশ্বজনীন সৌহার্দ্য ও মানবিকতার মেলবন্ধন :- অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে প্রায়শই 'যৌবনবাউল' বলা হয়, কারণ বাউলদের মতোই তাঁর চেতনা ছিল মুক্ত ও বিশ্বজনীন। 'বন্ধু' কবিতায় কবি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্যের জয়গান গেয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাব্যভাবনা কোনো একক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একদিকে যেমন গ্রামীণ সাঁওতালি জীবনের আদিম সারল্যকে ভালোবেসেছেন, অন্যদিকে তেমনই ঐতিহ্যের গভীর থেকে তুলে এনেছেন শিল্পের উপাদান। ——o——